



40696 - তরল পদার্থ খাদ্যনালীতে ফরিয়ে আসা করিওযা ভঙ্গরে কারণ

প্রশ্ন

আমি পাকস্থলীর অ্যাসডি ভুগছি। যার কারণে অ্যাসডিয়ুক্ত তরল খাদ্যনালীর মুখে ফরিয়ে আসে। এটা করিওযা ভঙ্গরে কারণ হিসেবে গণ্য হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পাকস্থলী থেকে তরল পদার্থ ফরিয়ে আসাটা মানুষের অনর্জিত ঘটনা। অনেক সময় মানুষ অম্লতা বা তকিততা খাদ্যনালীতেও অনুভব করে। কিন্তু সটো মুখ পর্যন্ত বরিয়ে আসে না। এমতাবস্থায় এটা রোযা ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হব না। কনেনা তা মুখ পর্যন্ত বরিয়ে আসেনি।

যদি মুখ পর্যন্ত চলে আসে তাহলে সটোর হুকুম কঐচ্চতি বমি (القيء) বা বমি (القيء) হুকুম। الفللس শব্দটির অর্থ কটে বলছেন: বমি। কটে বলছেন: সামান্য বমি; তথা যা পটে থেকে বরিয়েছে কিন্তু এতে মুখ ভরে যায়নি। কটে কটে বলেন: তা হল পাকস্থলী ভরে যাওয়ার প্রকেষতি পাকস্থলীর মুখ থেকে যা বরিয়ে আসে। [দখুন: ইমাম নববীর 'আল-মাজমু' (8/8)]

এর হুকুম হচ্ছে যদি মুখ দিয়ে বাইরে ফলে দেওয়া সম্ভব হওয়ার পরেও কটে সটোকে পটে ফরিয়ে নিয়ে তাহলে তার রোযা ভঙ্গে যাবে। আর যদি বরিয়ে করতে না পারার কারণে গলি ফলে তাহলে তার রোযার কোন ক্ষতি হব না। দখুন: 12659 নং প্রশ্নোত্তর।

'আল-শারহুস সাগরি' গ্রন্থে (১/৭০০) (الفللس) সম্পর্কে বলেন: "যদি সটো ফলে দেয়া না যায় (গলা অতক্রম না করার কারণে) তাহলে তার উপর কোনকছু বর্তাবে না।"

ইবনে হায়ম তার 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৪/৩৩৫) বলেন: "গলা থেকে যা (الفللس) বরিয়ে হয় সটো রোযা ভঙ্গ করবে না; যদি না ব্যক্তি মুখে চলে আসার পরে এবং ফলো দেয়া সম্ভবপর হওয়ার পরেও ইচ্ছাকৃতভাবে সটোকে গলি ফলে।"

তনি আরও বলেন (৪/৩৪৮):

"দাঁত থেকে নরিগত (الفللس) ও রক্ত গলাতে চলে না গলে যা, রোযা ভঙ্গ হব না এ ব্যাপারে আমরা কোন মতভেদে জানি"



না। এমনকি যদি কোন মতভেদে পাওয়া যায় সতোর প্রতি কোন ভ্রুক্షপে করা হবে না। কেননা (কুরআন-সুন্নাহর) কোন টেক্সট এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হওয়াকে আবশ্যক করে না।"[সংক্ষপে সমাপ্ত]

মুয়াত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-মুনতাকা'-তে (২/৬৫) বলেন: "মালকে থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: রমযানের রোযাকালীন সময়ে যে ব্যক্তির সামান্য বমি মুখে চলে আসার পর সে এটাকে পুনরায় গলি ফলে তার উপর কাযা আবশ্যক হবে না। ইবনুল কাসমে বলেন: মালকে এ মত থেকে প্রত্যাভবর্তন করছেন। তিনি বলেন: যদি সামান্য বমি এমন স্থান পর্যন্ত চলে আসে যে, ব্যক্তি চাইলে এটাকে ফলে দিতে পারে; তদুপর গলি ফলে তাহলে তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যক হবে। শাইখ আবুল কাসমে বলেন: যদি জিহ্বাতে চলে আসার পরও কটে গলি ফলে তাহলে তার উপর কাযা পালন আবশ্যক হবে। আর যদি এই স্থানে পট্টহার আগে গলি ফলে তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না।"[সমাপ্ত]

'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে বলেন:

বমি বা (الفلس) মুখে চলে আসার পর যদি কটে সটোক গলি ফলে তাহলে তার রোযা ভঙ্গে যাবে; এমনকি সটো অতি সামান্য হলেও। যহেতে এর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। এটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ)।[সমাপ্ত]

'হাশিয়াতুল আদাওয়া' গ্রন্থে (১/৪৪৮) বমির হুকুম উল্লেখ করার পর বলেন: "(الفلس) বমির মত; যা পাকস্থলি ভরে যাওয়ার পর পাকস্থলির মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।"[সমাপ্ত]